ইত্তেফাক

41

তারিখ ... ৭।৫।৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৩ ...

'শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কাজ প্রয়োজন'

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

"বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অবর্ণনীয় কষ্টে জীবন ধারণের পাশাপাশি উচ্চতর লেখাপড়া চালাইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের জন্য খণ্ডকালীন ও সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সমাজের দায়িত্বশীল সকলের কর্তব্য।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গত শুক্রবার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন চাকুরীতে নিয়োগ' শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তাগণ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে জনাব লুৎফর রহমান সরকার, ডঃ আকমল হোসেন, নাসির উদ্দিন, আবুল কালাম, মশিউর রহমান, শামসুল মুকতাদির, হাফিজ ফিরোজ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক হক বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানের আওতায় খণ্ডকালীন বা সাময়িক কর্মে পাঠাইবার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের যথোপযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ দান কেন্দ্র ও ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে যৌথভাবে নিয়োগকারী ও অভাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেন।

এ, এইচ, এম, শামসুল মুকতাদির তাহার প্রবন্ধে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা সাময়িক চাকুরীর সুযোগ পাইলে তাহাদের আর্থিক চাহিদাই কেবল পূরণ হইবে না, তাহাদের হতাশাও দূর হইবে।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

খণ্ডকালীন কাজ প্রয়োজন

(৩য় পৃঃ পর)

পরিচালক জনাব লুৎফর রহমান সরকার শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা বোধ লক্ষ্য করা যায় না। ইহা বৃহত্তর সমাজেরই একটি দিক, ছাত্রদের দোষ নয়।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ডঃ আকমল হোসেন বলেন, অত্যন্ত ব্যয়বহুল উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুদূর গ্রামের অভাবী পরিবার হইতে আসিয়া অনেক শিক্ষার্থী হিমশিম খায়। তাহাদের জন্য খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে ও দায়িত্বশীল সকল মহলকে লইতে হইবে।

ডঃ এম, কে আলী বলেন, আগামীকাল খাবার কিনিয়া খাওয়ার মতো সঙ্গতি আজ সন্ধ্যায় ৩০ভাগ শিক্ষার্থীর নাই।